অলৌকিক যোদ্ধা

বিজ্ঞান কল্পকাহিনি

অলৌকিক যোদ্ধা

ফারুক নওয়াজ

সম্প্রীতি প্রকাশ

প্রকাশক
রেজাউল করিম বিল্লাল
সম্প্রীতি প্রকাশ
৪৭/১ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
হোয়াটস অ্যাপ : ০১৭১১৯৫৮১২৩

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২৪

প্রচ্ছদ
নাসিম আহমেদ

©
লেখক

বর্ণবিন্যাস
বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স

পরিবেশক
দৃষ্টি প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
কিশোরবেলা প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে
একাত্তর প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য
৩০০.০০

ISBN 978-984-98382-1-0

Olowkik Joddha by Faruk Nawaz
Published By Rezaul Karim Billal, Sampreety Prokash
47/1, Banglabazar (1st Floor) Dhaka-1100.
Price Tk. 300.00 Foreign U$ 20 Only
E-mail : sampreetyprokash@gmail.com

সম্প্রীতি প্রকাশ-এর যে কোনো বই অনলাইনে অর্ডার করতে—
www.rokomari.com/Sampreety Prokash
ঘরে বসে বই পেতে ফোন করুন হোয়াটস অ্যাপ : ০১৫১৯৫২১৯৭১
মোবাইলে ই-বুক পড়তে : https://link.boitoi.com.bd/4GQ1
https://www.facebook.com/Sampreety Prokash সম্প্রীতি প্রকাশ
https://pbs.com.bd/publisher/6879/sampreety-prokas

উ|ৎ|স|র্গ

দীয়া ও দেশ

প্রবাসী অনুজ সুইট ও লাবণীর সন্তানেরা

ফারুক নওয়াজের অন্যান্য কিশোর উপন্যাস

ঝুমঝুমপুর রহস্য
মধ্যরাতের আগন্তুক
বল্টু ইজ এ গুড বয়
ভূতের ছেলে মঙমঙ
ঋতুর ষড়ঋতুপাঠ
আমাদের একটি পাখি আছে
কমান্ডার
গেণ্ডারিয়ার গুণ্ডা কুকুর
আঁধারবাড়ি আতঙ্ক
ভূতের ইশকুল
মাই নেম ইজ হিরু মিয়া
চায়চাম্পার মেয়েভূত
আঙ্কল হার্বাটের পোষাভূত
মেয়ে তুমি ফুলের মতো হও
স্বাধীনতার সাঁকো
ভূত মের্মতালি
লাট্টুর রঙিন চশমা
জটাবাবা ন্যাড়াবাবা
এক বল্টু চার ভূত
ভুতুড়ে লালবাড়ি
নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস
মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস-সমগ্র
কিশোর উপন্যাস-সমগ্র

সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেলের ছাত্র রায়ান।

ক্লাস সেভেনে পড়ে। শুধু ক্লাসের পাঠ্যবইয়েই আটকে থাকে না।

ইতোমধ্যে বিশ্বের সেরা ক্লাসিক কাহিনিগুলোও প্রায় পড়ে ফেলেছে।

বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই।

তখন কেবল তিন-সাড়ে তিন বছর।

সেই বয়সেই বাবা খেলনার বদলে রংচঙা ছবিঅলা বই কিনে আনতেন। বইগুলো নিয়ে সে মেতে থাকত।

উদ্ভট মজার মজার ছবি তাতে।

অ-আ, এ-বি-সি-ডি—সেইসঙ্গে মিকিমাউস, টম অ্যান্ড জেরি, নন্টে ফন্টে, ডরিমন, হাবলু গাবলু—এমন কমিক্সের যত বই।

পড়তে না জানলেও, ছবি দেখেই কিছু-একটা বুঝে নিতো।

আর রাত জেগে টেলিভিশনে মজার-মজার সব কার্টুন-ছবি দেখত।

দেখতে দেখতে একসময় সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়ত।

বাবা মি. রনি নামকরা অভিনয়শিল্পী।

মঞ্চনাটকের সেরা অভিনেতা।

মঞ্চের আলো-আঁধারিতে তাঁর অভিনয়শৈলী দর্শকদের মাতিয়ে রাখে।

কখনো মগ্নতায় আচ্ছন্ন করে।

টেলিভিশনেও জনপ্রিয় একটা ধারাবাহিক নাটকেও অভিনয় করেছেন তিনি।

সাড়ে তিন বছরের রায়ান টিভিপর্দায় বাবার অভিনয় দেখত, আর বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকাতো মাঝে মাঝে। সোফায় তার পাশে বসা বাস্তব বাবার সঙ্গে অভিনয় করা বাবাকে মিলানোর চেষ্টা করত।

ওটা কী সত্যিই তার বাবা, না-কি অন্য কেউ।

হয়তো ভাবত।

হয়তো বিশ্বাস করত।

আবার একটু ধাঁধায়ও পড়ত।

অভিনয়-করা বাবার ভাবভঙ্গি, কথা বলার ধরন—এসবকিছুর সঙ্গে ঘরের বাবার মিল খুঁজে পেত না সে।

টিভিতে অভিনয়-করা বাবার দিকে তাকিয়ে, পাশে সোফায়-বসা বাবার দিকে মুখ ফেরাত।

এভাবেই চলতে থাকত ওর দুই বাবাকে দেখাদেখির খেলা।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে বাবা মৃদু হাসতেন।

ও তখন বাবার কাছে সরে গিয়ে বাবার গাল-মুখ, ঠোঁট ছোট্ট হাতদুটি দিয়ে পরখ করত।

মিলিয়ে দেখত, ওই বাবা, এই বাবা এক নাকি!

বাবা অভিনেতা রনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়েন।

এরপর শরীরচর্চা সেরে নাশতা শেষে তার সিলভার কালার টয়োটা সাবুরা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেন।

কাজের মানুষ বলে কথা। বাবা চলে যাওয়ার পরও রায়ান ঘুমে ডুবুডুবু।

মা শেরিনা মিষ্টি করে ডাকতেন, চোখ খোলো, আমার রায়ানসোনা।

জানালার দিকে তাকিয়ে, বলতেন, দেখো, ওই শোনো—

ফেরিঅলা রঙিন খেলনার গাড়ি নিয়ে হাঁকছে।

কান পেতে শোনো, কোথাও টুইট টুইট করে পাখিরা ডাকছে।

ওঠো, সোনামণি!

মায়ের ডাকে রায়ান একটু চোখ মেলত।

আবার অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজে শুয়ে পড়ত।

মা আবারও ডাকতেন মিষ্টি সুরে, কী হলো রায়ানসোনা!...

এভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে, একসময় ডোরবেলে—টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার...

এই মিষ্টি ছড়ার সুর ভেসে আসত।

মিষ্টি সুর শুনে-শুনেই বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ত রায়ান।

রায়ানের আম্মুর ঘরের কাজের সহকারী কুসুমের মা।

রোজ ঠিক সকাল নয়টায় এই মিষ্টি ছড়ার ডোরবেলটা টিপত।

রায়ানের ঘুম থেকে রোজ ওঠার সময়ও তাই এই সকাল নয়টা।

এজন্য মা ওকে বলতেন, আলসে বুড়ো।

সেই রায়ান এখন ক্লাস সেভেনের বেস্ট বয়।

তার পড়ার ঘরের টেবিলে এখন সাজানো থাকে ক্লাসের সব পাঠ্যবই।

আর দুটি বুকশেল্‌ফ্‌ জুড়ে অন্যসব বই।

এসব বই রায়ানকে পৃথিবী চেনায়।

শোনায় জগতের অজানা বিস্ময়কর যত কাহিনি।

মহাসাগরের তলদেশের অপার বিস্ময় আর মহাকাশের অজ্ঞাত ঘটনাপ্রবাহের ইতিবৃত্ত।

রায়ানের সংগ্রহে জগতসেরা লেখকদের সেরা সব সৃষ্টিসম্ভার।

রায়ানের প্রিয় লেখক-তালিকাও বেশ বড়ো।

জানতে চাইলে এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকবে—মার্ক টোয়েন, মেরি শেলি, এইচ জি ওয়েলস, মিগুয়েল দে সারভেন্টিস, হাওয়ার্ড পাইল, চার্লস ডিকেন্স, জোনাথন সুইফট, রাডইয়াড কিপলিং, জোহানা স্পাইরি, কেইট ডগলাস উইপিন, জুলভার্ন, আলেকজান্ডার ডুমাস, ফ্রান্সিস হডসন, জ্যাক লন্ডন, উইলিয়াম ব্লিথ, এডগার এ্যালান পো, মেরি ম্যাগস ডজ...।

এমন জগৎখ্যত লেখকদের নাম তার মুখস্থ।

অবশ্য, কিছু বই সে এখনো পড়েনি।

ও-গুলো পড়তে আর একটু বড়ো হতে হবে।

তবুও সে সেরা লেখকদের বইগুলো আগেভাগেই সংগ্রহ করে রেখেছে।

তবে, জুলভার্ন তার প্রিয় লেখকদের অন্যতম।

আর মেরি শেলির ফ্রাঙ্কেন স্টাইন, মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিন, টম সয়ার, এইচ বি ওয়েলসের টাইম মেশিন, ইলেনর এইচ

পোর্টারের পলিয়ানা এবং জেন অস্টেনের ম্যানস ফিল্ড পার্ক তার ভাবনার জগৎকে প্রশস্ত করেছে।

সেইসঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের গ্রেট এক্সপেকটেশন এবং অলিভার টুইস্ট।

অলিভার টুইস্ট তার প্রথম দিকের পড়া সবচেয়ে ভালোলাগার কাহিনি।

সেরা আন্তঃ-স্কুল বিতার্কিক রায়ানকে অনেককিছু পড়তে হয়।

সহজ ভাষায় লেখা দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বইগুলো তার এ-বিষয়ের জরুরি পাঠ্য।

তবে, সময় যত গড়িয়েছে তাকে গোয়েন্দা এবং সায়েন্স ফিকশন বইগুলো তত টেনেছে।

আর টাইম মেশিন বইটাই যেন তার কল্পনার জগতকে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য রহস্যজালে জড়িয়ে ফেলে।

তার বিশ্বাস জন্মায় এই কল্পনার জগতটাই প্রকৃত-অর্থে, বিজ্ঞানের সত্য জগৎ।

বেশকিছুদিন ধরেই কেমন বিভোরতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে রায়ান।

বিশেষ করে রাত যত গভীর হতে থাকে রায়ানকে ততোই বিভোরতা পেয়ে বসে।

রায়ানের পড়ার ঘরটা পুবপাশে, ওটাই ওর শোওয়ার ঘরও।

ঘরের সামনে গোলচে ব্যালকনির মতো ছোট্ট একটা বারান্দা।

সম্মুখ দিকটা ফাঁকা।

বহুদূর বিস্তৃত শূন্য মাঠ।

দাঁড়ালে অনেক দূরের রেলস্টেশনটাও দেখা যায়।

রাতে স্টেশনটা একটু বেশিই সুন্দর লাগে।

দূরের আঁধারের ভেতর আলো ঝলমল করে।

কেমন মায়া-মায়া লাগে।

অনেক রাতে রেললাইনের লাল সিগ্‌ন্যাল বাতিটাকে লাল নক্ষত্রের মতো মনে হয়।

ট্রেনের আসা-যাওয়াটা রায়ান বেশ উপভোগ করে।

রাত দশটার পর রায়ানকে ঘুমোতে যেতে হয়।

মায়ের নির্দেশ মেনেই রায়ানকে রাত দশটা বাজতেই টেবিলে বইগুলো সাজিয়ে রেখে শুয়ে পড়তে হয়।

তবে, ইদানীং নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রায়ান মাঝরাত অবধি জেগে থাকছে।

মা-বাবা ভাবেন, তাদের ছেলেটি নিয়ম মেনেই ঘুমোতে যায়।

ফলে, রায়ানের এই নিয়মভঙ্গটা তাদের অগোচরেই রয়ে যায়।

অবশ্য, পড়াশোনায় সে নিয়মিত।

পাঠ্যবইয়ের প্রতি অনীহা কখনো ছিল না, এখনও নেই।

রায়ান এখন রাত দশটার পর পড়ার টেবিল থেকে ওঠে।

এরপর বুকশেল্‌ফ্‌ থেকে কোনো একটা সায়েন্স ফিকশন হাতে নিয়ে বিছানায় যায়।

শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে পড়তে থাকে।

কিছুদিন জুলভার্নের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল।

এখন হারবার্ট জজ ওয়েলস—মানে, এইচ জি ওয়েলসের বইগুলো বেশি টানে।

এরমধ্যেই তার ইনভিজিবল ম্যান, দ্য ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য মুন, দি আয়রন ম্যান অফ ডক্টর মোরিও, দ্য শেফ অফ থিংস টু–এগুলো পড়ে শেষ করেছে।

আজ শেল্‌ফ্‌ থেকে দ্য টাইম মেশিনটা নিয়ে শুয়ে পড়ল।

এটা সে আগেও অনেকবার পড়েছে।

শেষবার পড়েছে বছর-দুই আগে।

এ এক জাদুবাস্তবতার মিশেলে অদ্ভুত বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি।

দু বছর আগের পড়ার থেকে এখনকার পড়ায় অনেক ফারাক।

এখন সে অনেকটা পরিণত হয়েছে বয়সের সাথে বুদ্ধিতেও। তারপরও, বয়সের চেয়ে তার অভিজ্ঞতার বয়স যেন একটু বেশিই মনে হতে পারে তার পড়া বইগুলির ধরন দেখে।

এখন, এই মুহূর্তে, টাইম মেশিন বইটা তাকে আরো বেশি টেনে রাখে।

কাহিনির আশ্চর্য ঘটনাবলি তার মনোজগতে নিঃশব্দ ঢেউয়ের মতো খেলে যাচ্ছে।

রায়ান টাইম মেশিনের জাদুতে এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, সে যেন সত্যি-সত্যি দূর-অতীতে চলে গেছে।

যেন, নির্বিঘ্নে অনায়াসে সে শত-সহস্র বছর আগের পৃথিবীতে বিচরণ করছে।

সে যেন বিগত-পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

সে এখন এক বিস্তৃত প্রযুক্তিহীন পৃথিবীর সাধারণ গ্রামজীবনের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করছে।

মুহূর্তেই এই মেশিন তাকে দূর-আগামীর পৃথিবীটাও প্রদক্ষিণ করায়।

সেই দূর-আগামীটা—বহু সামনের।

বর্তমান থেকে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন বছর সামনের সেই আগামীর পৃথিবীটা মৃতপ্রায়।

রক্তের মতো লাল সেই পৃথিবীর সমুদ্র সৈকত।

সেখানে রক্তাভ কাঁকড়া চড়ে বেড়াচ্ছে।

তারা প্রজাপতিদের আক্রমণ করতে উদ্যত।

টাইম মেশিনের দ্রুত গতিসঞ্চালনে আরো কাছের সূর্যটাকে অধিক লাল বর্ণ ও বড়ো দেখাচ্ছে।

ক্রমেই যেন সূর্যটা নিস্প্রভ হয়ে উঠছে।

তাপমাত্রা হ্রাসের কারণে অবশিষ্ট জীবিত প্রণীরাও মৃত্যুবরণ করছে।...

কাহিনি এমন এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে গড়াতেই রায়ানের মনে প্রশ্ন জাগল—

সত্যিই কী আমাদের এই প্রিয় সবুজ পৃথিবী দূর-ভবিষ্যতে এমনই প্রাণহীন মৃত্যু-উপত্যকায় রূপ নেবে?

কী এক বিষণ্ন অবসন্নতা নেমে আসে রায়ানের সারা দেহমনে।

একসময় নিজের অজান্তেই চোখ বুজে আসে তার।

টাইম মেশিন বইটা পড়তে পড়তে রায়ান ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভযাবহ ছবি মনশ্চক্ষুতে দেখতে পায়।

সত্যিই যেন এক শীতল মৃতপ্রায় জনশূন্য পৃথিবীতে সে এতক্ষণ ভ্রমণ করছিল।

সেই ভযাবহ দৃশ্যটিতে রায়ান এতটাই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে, তার প্রাণস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতেই হাত-দুটি শিথিল হয়ে বইটা বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

ঘুমঘোরে রায়ানের সামনে এসে দাঁড়ায় এক ছায়ামানব।

সেটা কী ছায়া, না, ছায়ার মতো কোনো মানুষ!

মানুষের মতো মনে হলেও সম্পূর্ণ মানুষ বলা যাবে না।

ত্রিকোণ আকৃতির মুখমণ্ডল।

মাথাটাও মুখের মতো তে-কোণা।

মুখ থাকলেও, ঠোঁটহীন এক অদ্ভুত আকৃতির সে।

মানুষ বা অন্যকিছুর ছায়া—ছায়াই। ছায়াটাই শুধু দেখা যায়।

মুখ-চোখ-নাক—এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছায়ায় কখনো স্পষ্ট হয় না।

কিন্তু এই প্রাণীটির ছায়াটা ছায়ার মতো দেখালেও শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান।

ছায়াটা কথা বলে ওঠে, হ্যাল্লো, মাস্টার রায়ান—কেমন আছো?

কিন্তু, কে তুমি?—ছায়ামানবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রায়ান তাকে উলটো প্রশ্ন করে।

তবে বেশ ভয় পেয়ে যায় রায়ান। তার কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠস্বরেই সেটা ফুটে ওঠে।

—আমি, আমি আরিয়ান।

আরিয়ান? তবে খুব চেনা-চেনা লাগছে নামটা। তো, কোথায় থাকো তুমি?

রায়ানের কথায় একটু হাসল যেন অদ্ভুত প্রাণীটা।

কেমন চিকন মিহি হাসির শব্দটা।

হেসে বলল, ওহো, চেনা-চেনা মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

যেহেতু, জগতে জন্ম নেবার আগে আমি-তুমি এবং আমরা সবাই একসাথেই ছিলাম।

অবশ্য, মানুষ পৃথিবীতে আসার পর পূর্বের বাসস্থানের কথা ভুলে যায়।

এটাই মনুষ্য-নিয়ম। তবে, আমরা ভুলি না।

আর, যখন আমার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ, বলতেই হয়।

আসলে সীমা-পরিসীমাহীন কল্পনাতীত এই সৌরজগৎ।

তোমাদের পৃথিবী এই মহাজগতের এক বিন্দুবৎ স্থান।

আমি থাকি তোমাদের পৃথিবী থেকে বহু-বহু আলোকবর্ষ দূরে এক ভিন্ন জগতে।

রায়ান বলল, তুমি কী সত্যি বলছ? অত দূর থেকে তো কারোই এখানে আসা সম্ভব নয়। তো...

রায়ানের কথা শেষ না হতেই আরিয়ান হো হো করে হেসে উঠল।

হাসছ যে!—রায়ান বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলল।